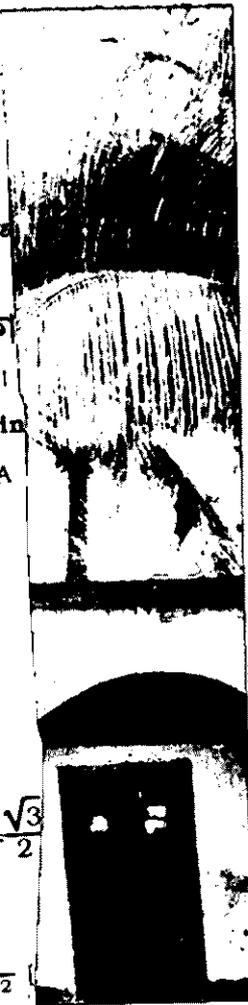


৩৭ ক(৫)

বা, $\vec{AP} = \vec{QC}$
 $\therefore \vec{AP} + \vec{PC} = \vec{AQ} + \vec{AP}$
 বা, $\vec{PC} = \vec{AQ}$ [বর্জনবিধি অনুসারে]
 $\therefore PC \parallel AQ$ এক $PC=AQ$
 $\therefore APCQ$ একটি সামান্তরিক। [প্রমাণিত]

$(a+b)^{\frac{1}{3}} + (a-b)^{\frac{1}{3}}$



ত্রিকো

অনুশীলনী-৮.৩ এর ৮ এর (১) নম্বর।

বিন্দু বহাক্রমে P, Q হল



র মধ্যবিন্দু যথাক্রমে P, Q।

সারে পাই,

প্রশ্ন : $A=60^\circ$ হলে, দেখাও যে, \sin
 প্রশ্নের সমাধান : ১ম অংশ = $\sin 2A$
 $= \sin 2 \times 60^\circ$
 $= \sin 120^\circ$
 $= \sin(90^\circ + 30^\circ)$
 $= \cos 30^\circ$
 $= \frac{\sqrt{3}}{2}$ [$\because \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$]
 ২য় অংশ = $2 \sin A \cdot \cos A$
 $= 2 \sin 60^\circ \cdot \cos 60^\circ$
 $= 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{2}$ [$\because \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$]
 $= \frac{2 \tan A}{1 + \tan^2 A}$
 $= \frac{2 \tan 60^\circ}{1 + \tan^2 60^\circ} = \frac{2 \cdot \sqrt{3}}{1 + (\sqrt{3})^2}$
 $= \frac{2\sqrt{3}}{1+3} = \frac{2\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}$
 \therefore ১ম অংশ = ২য় অংশ = ৩য় অংশ [৫]

$\vec{AB} = \vec{DC}$

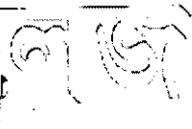
ত্র

ভগিনী' প্রবন্ধ অবলম্বনে এ
 মান : ০৬
 গত হোসেন-এর মতিচূর প্রবন্ধের
 য- 'জাগ গো ভগিনী' নামক
 নারী সমাজের প্রতি লেখিকার

কাজ। তিনি জীবনের প্রতিটি
 মুহূর্তেই জীবনকে মর্মে মর্মে
 গভীর সমাজের স্বার্থে নিগড়ে
 ত্রিহীন ধর্মীয় বিধিবিধান আর
 মানেই চরমপন্থি আর মনুষ্যত্বের
 । জীবনের এই কল্পন অবস্থাকে
 নিশ্চয় আর এই বর্ণনা সম্বন্ধে
 মায়েরী সার্ববাদী পুরুষ সমাজ
 করে ঘুম পাড়িয়ে বেছেছে তা
 ঠা প্রয়োজন।

কা। শিক্ষা মানুষের মনের চোখ
 বুদ্ধি দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে
 ক সুকৌশলে পূরে সবিয়ে রাখা
 নু দিয়েছে। নারীর চেতনা হয়ে
 ত হতে পারে না; হৃদয়ে মনে
 বের প্রয়োজনীয় সামগ্রী হিসাবে
 নর মুক্তি পেতে হবে। নারীকে

ভৎসম শব্দের অভিধান : ভৎসম শব্দের
 'ভৎস' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে থাকে।
 যেমন : বৃহৎ-বৃহত্তর-বৃহত্তম, দীর্ঘ-দীর্ঘতর
 প্রতিমার্থে বিচারে কখনও অধিকতর (দুই
 প্রত্যয় যুক্ত হয়। (চন্দ্র)



বাংলা
 দর্শন

স্বাধীনতা তুমি

প্রশ্ন : স্বাধীনতা তুমি কবিতা অনুসরণ করে

উত্তর : সমস্ত মনন ও জ্ঞান চেতনার প্রায় বিতর্ক পানি সঙ্কট তীব্র আকার ধারণ করেছে। এ ছাড়া কলেজ
 কবিতায় স্বাধীনতার গভীরতর অর্থ বহুবার
 চেতনা ও রাজনৈতিক ভাবাদর্শের আশোকে
 'স্বাধীনতা' কবিতা নিচের একটি শব্দ 'চিন্তাইয়ের ঘটনা।
 এক অফুরন্ত অকিনালী শক্তি উৎস; জীবিত শিক্ষার্থী এইচএসসিতে ভর্তি হতে শিক্ষার্থী প্রতি প্রায় ৮শ' থেকে
 প্রশান্তির প্রতীক; তাই বাংলাদেশের স্বাধীনতার টিকা দিতে হয়েছে। ফলে মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও অনেক দরি
 কবি স্বাধীনতাকে প্রত্যক্ষ করেছেন। হাজারী এখানে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অভিজ্ঞ মহলে
 স্বাধীনতা আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, অর্থাৎ এই সমস্যাবলীর সমাধান করা না হলে অকালেই মৃত
 নষ্টকরণ। তাদের অধিনাশী, তিব্বতীয় কবি 'ব ঐতিহ্যবাহী এ বিদ্যাপীঠের। কলেজের অধ্যক্ষ মুহম্মদ তারেক
 মধ্য দিয়ে ঘটে আমাদের সাংস্কৃতিক মুক্তি। জনকটকে জানান, বহিরগত দুর্বলদের উৎপাত থাকলে
 স্বাধীনতা, বাংলাভাষা এদেশের মানুষের মুক্তিগ্রন্থদের কাছ থেকে অভ্যোগ না পাওয়ায় যথার্থ ব্যবস্থা নেয়া ক
 মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য বাংলায় তরুণের মধ্যে সম্ভব হয় না। বিতর্ক পানির তীব্র সঙ্কটের কথা তিনি স্বাক্ষর ক
 উজ্জ্বল সত্য, শহীদ মিনার, সোশালিস্ট মুক্তি লেখা পরিষদের অধীনে থাকায় পুকুরটি যথার্থ সংস্কার ক
 তুলেছে। এসবের মধ্যেই মৃত হয়ে গেছে না। তার ভাষায়, শিক্ষক সন্নতি অকল্পনীয়।

—জনকট

শিক্ষকের পদ শূন্য। তদুপাধা বাংলায়
 অধ্যাপক ১ জন, সহযোগী অধ্যাপক ১
 জন। এ ছাড়া ইতিহাস, ইসলামের
 ইতিহাস, ইসলামী শিক্ষা, সংস্কৃত, হিসাব
 বিজ্ঞানে পদ খালি রয়েছে ৯টি। বাংলা,
 দর্শন, পদার্থ বিজ্ঞানে মোট ১৩টি পদ শূন্য
 রয়েছে। সব বিভাগের জন্য অত্যাবশ্যকীয়
 বিষয় হওয়া সত্ত্বেও ইংরেজীর মাঠে ২ জন
 শিক্ষক আছেন। এ বিভাগে কোন
 ডেপুটেন্টের এমন কি একজন বেয়ারা
 পর্যন্ত নেই। শরীরচর্চা শিক্ষকের ১টি,
 প্রদর্শক ২টি, লাইব্রেরিয়ানসহ (স্নাতক)
 কর্মচারীর পদ শূন্য রয়েছে ৯টি। অস্থায়ী
 ভিত্তিতে ২৭ জন কর্মচারীকে মাসে ৫
 থেকে ৮শ' টাকা দিয়ে কাজ করানো
 হচ্ছে। ফলে তারাও পরিবার-পরিজন
 নিয়ে মানবতাব্যবস্থায় রয়েছে। বিপুল
 বইয়ের সম্ভাণ নিয়ে গড়ে ওঠা এ কলেজে
 কোন লাইব্রেরিয়ান না থাকায় তা দিনে
 দিনে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অপারটিক, এ
 কলেজে ছেলেরদের পাশাপাশি প্রায়
 সমসংখ্যক মেয়েরাও পড়াশোনা করছে।
 অথচ এই বিপুলসংখ্যক ছাত্রীর জন্য নেই
 কোন ছাত্রীনিবাস। ফলে ছাত্রীদের
 দুর্বৃত্য থেকে এসে নিয়মিত ক্লাস করা
 দুরূহ হয়ে পড়েছে।
 শিক্ষকদের জন্যও নেই কোন উপযুক্ত
 আবাসন ব্যবস্থা। এখানে ভাড়া বাড়ির
 রয়েছে তীব্র সঙ্কট। এ ছাড়া আছে নানা
 সমস্যা। ফলে অনেকেই খুলনাসহ অনেক
 দূরের পথ মাড়িয়ে এসে রোজ ক্লাস
 করান। কেউ কেউ মাঝে মধ্যে আসতে
 পারেন না। ছাত্রছাত্রীদের জন্য নামে
 একটি বাস থাকলেও তার সরকারী কোন
 স্টাফ নেই, নেই তেলের বরাদ্দ। রপসা-
 বাগেরহাট লাইনে ট্রেনটি গত আওয়ামী
 লীগ সরকারের আমলে বন্ধ করে দেয়ায়
 তাদের দুর্ভোগ চরমসীমায় পৌঁছে গেছে।
 অডিটরিয়াম ও ক্যান্টিন আজও স্থাপন
 হয়নি। কলেজসংলগ্ন একটি মসজিদ
 আছে কিন্তু ইমাম-মোয়াজিনের কোন পদ
 নেই। ১৯২০ সালে নির্মিত কলেজের মূণ্ড
 ভবনটি মরাখরক কৃকিপূর্ণ হলেও এদিকে
 কারও নজর নেই। বিজ্ঞান ভবনেও চিড়
 ধরেছে। মরনির্মিত ও তলা ভবনে
 ফার্নিচারের স্বর নেই। কলেজ
 কাপ্পাসের ভিতর দিয়ে যাওয়া উত্তর-
 দক্ষিণের লিক রোডটি ওপাশ থেকে ঘুরিয়ে
 নিলে কলেজের সম্পদ ও শৃঙ্খলা রক্ষা